মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দদের জন্য

বাজেট বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ নোট-২

বাজেট ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক: ২০১৮-১৯

প্রকাশকাল: জুন, ২০১৮

বাজেট পর্যালোচনা: স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য জনগণের মৌলিক অধিকার সমূহের মধ্যে অন্যতম এবং সরকার সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদানে সাংবিধানিক ভাবে দায়বদ্ধ। সেই লক্ষ্যে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য সুলভে মান সম্মত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ্য, সবল, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠ গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। এ জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান এবং জনগণের প্রত্যাশিত সেবার পরিধি সম্প্রসারণ; স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধাদি সহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও প্রতিকার, মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন ও বিতরণ এবং আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য ওষুধের মান নিয়ন্ত্রন; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন, চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, জাতীয় জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষন সংক্রান্ত কার্যাবলি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত স্থাপনা, সেবা ইনস্টিটিউট ও কলেজ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ; শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা, সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচী স্থাপন সংক্রান্ত, যাবতীয় বিষয়াদি এ মন্ত্রনালয়ের প্রধান কার্যাবলি, আর তাই স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ গুরুত্বের দাবী রাখে।সরকার এই কাত এর গুরুত্ব বিবেচনা করে এই খাতকে দুইটি বিভাগে ভাগ করেছে। বিভাগ গুলো হল ১। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ২। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা, টেলিমেডিসিন সেবার সম্প্রসারণ ও মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম প্রদানে জোর দিচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা জনগনের হাতের নাগালে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কাজ শুরু হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকের অন্যতম অবদানের কারণে মাতৃ মৃত্যু হার ব্যাপক ভাবে কমেছে।

মোট বরাদ্দ ও ব্যয়

মানবসম্পদ উন্নয়নের একটা গুরুত্বপূর্ন উপাদান হওয়ায় স্বাস্থ্য খাতে অধিক বরাদ্দ গুরুত্বের দাবী রাখে।দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেটে বেশি জোর দেয়া হয়েছে। এ বরাদ্দ এক ধরনের বিনিয়োগও। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২৩,৩৮৩ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৫.০০ শতাংশ। এটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের বরাদ্দের তুলনায় ১৬.৮৩ শতাংশ বেশি। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে মোট বরাদ্দ ধরা হয়ে ছিল ২০,৬৫২ কোটি টাকা যা বজেটের ৫.১৪ শতাংশ ছিল। গত কয়েক অর্থবছরে মোট বরাদ্দ টাকার অংকে ক্রমান্বয়ে

বাড়লেও মোট বাজেটের শতাংশ হিসেবে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পূর্ব পর্যন্ত কমেছে, তবে ২০১৫-১৬ এর পর থেকে বাজেটের শতাংশ হারের প্রবাহমানে পার্থক্য লক্ষ করা যাছে । বাজেটের একটি বড় অংশ সরকারি হাসপাতাল গুলোতে ঔষধ সরবরাহের উন্নতি করার কাজে বরাদ্দ দেয়া হয়। নিম্নে চিত্রে স্বাস্থ্য খাতের বাজেটের শতাংশ বরাদ্দ দেখানো হয়েছে-

চিত্র-১: স্বাস্থ্য খাতের বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকা)

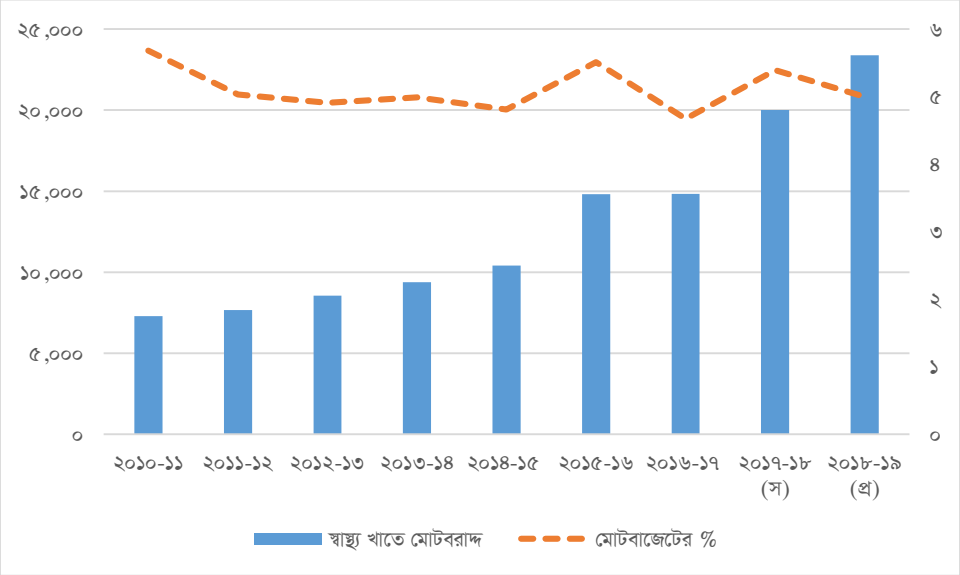

সূত্র:অর্থ মন্ত্রনালয় ও পরিকল্পনা কমিশন

এডিপি বরাদ্দের পর্যালোচনা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) হলো সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা। এটি বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার কৌশলের আলোকে গৃহীত অর্থনৈতিক খাত ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমূহ অর্জনের প্রধান হাতিয়ার। স্বাস্থ্য খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করে এর কার্যক্রম সফল ভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে ৪র্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরের আওতায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি সাব সেক্টরে নতুন অননুমোদিত ৫০টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে ৫ টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে এবং ৬৪ টি (বিনিয়োগ ৫৪টি, কারিগরি সহায়তা ৯টি, জেডিসিএফ ১টি) অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে বাংলাদেশ সরকারের ৭,৫৮০.৩০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা সমূহের নিকট হতে প্রদেয় প্রকল্প সাহায্য ৪,৩২৫.০৪ কোটি টাকা সহ মোট ১১,৯০১.০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহের অনুকূলে ১,০৯৯৫,৮০ কোটি টাকা; কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সমূহের বরাদ্দ ৩৪০.০৩ কোটি টাকা; জেডিসিএফ বরাদ্দ ১ টাকা এবং অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের অনুকূলে ৫৬৯.২৩ কোটি থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নিম্নের চিত্রে গত কয়েক বছরের স্বাস্থ্য খাতে এডিপি বরাদ্দের অবস্থা দেখানো হলো-

চিত্র-১ঃ স্বাস্থ্য খাতে এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

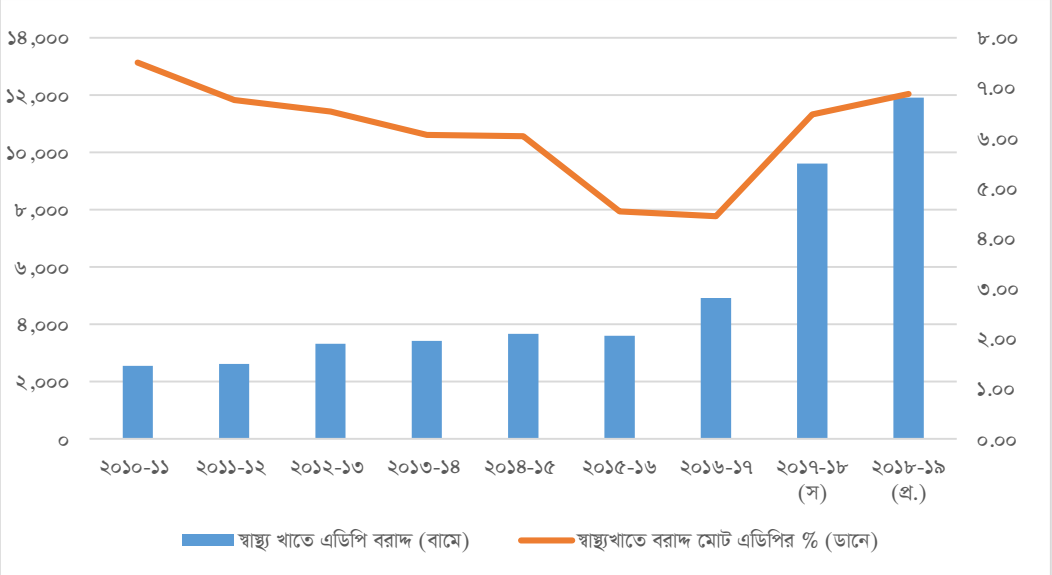

[সূত্র: অর্থ মন্ত্রনালয় ও পরিকল্পনা কমিশনএর তথ্যেও আলোকে তৈরি]

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আলোকে পর্যালোচনা

সরকারি সম্পদের ব্যবহারকে সরকারের কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে মধ্যম মেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। এমটিবিএফ প্রক্রিয়ায় সম্পদ বরাদ্দে মন্ত্রণালয় গুলোর বিদ্যমান নীতিমালা ও অগ্রাধিকার সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থা গুলোর বরাদ্দকৃত সম্পদ কাজে লাগানোর নৈপূণ্যেও মধ্যে একটি দৃশ্যমান যোগসূত্র স্থাপন করা হচ্ছে। এভাবে প্রতি বছর এমটিবিএফ প্রণীত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে ত্রি-বার্ষিক বাজেটের একটি থোক বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। বরাদ্দের প্রক্রিয়াটি ক্রমান্বয়ে পাঁচ বছরের জন্য করা হচ্ছে, যাতে তা সরকারের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

এবারের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো অনুযায়ী স্বাস্থ্য খাতের প্রাক্কলিত ব্যয় নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো-

চিত্র-২: স্বাস্থ্য খাতের প্রাক্কলতি ব্যয় (কোটিটাকায়)

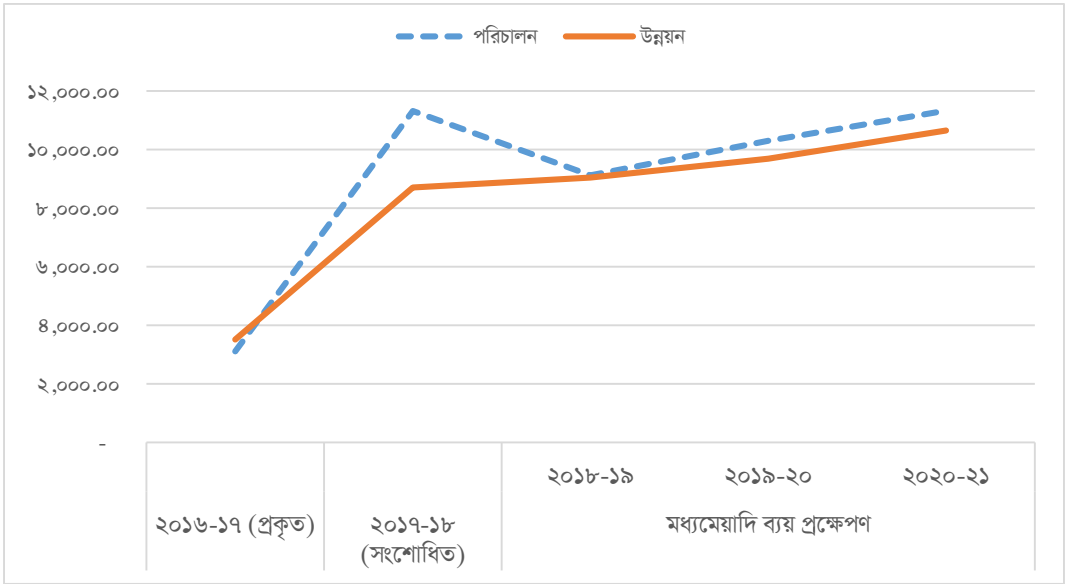

সূত্র: মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো: ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১এর তথ্যেও আলোকে তৈরি।

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পর্যালোচনা করে দেখাযায় যে স্বাস্থ্য খাতে অনুন্নয়ন ব্যয় ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হয়েছে যেখানে উন্নয়ন ব্যয় প্রথমে বাড়ালেও এটি পরবর্তীতে তেমন বেশি হারে প্রাক্কলিত হয়নি।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে স্বাস্থ্য খাত

বাংলাদেশের উন্নয়ন রূপকল্প-২০২১ এর অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও জনগনের ক্ষমতায়ণ- মূলত এই বৃহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে করা হয় ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ঘাটতি সমূহ এবং ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয় ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য কতগুলো মূল লক্ষ্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই লক্ষ্যগুলো প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার ভিশন ও উদ্দেশ্যসমূহ, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এসব লক্ষ্য গুলো অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১ এর বেশির ভাগ উদ্দেশ্য এবং এমডিজি ও এসডিজি'র লক্ষ্য গুলো অর্জনে সক্ষম হবে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা'র কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য খাতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে-

- সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবায় প্রবেশাধিকার ও ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমানো।
- কিশোর ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।
- শিশু ও মহিলাদের পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করা।
- বিকল্প ওষুধের মান উন্নয়ন করা।
- হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মানবৃদ্ধি করা।
- গবেষণা ও প্রশিক্ষণ জোরদার করা।

নিম্নে সারণিতে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাত সম্পর্কিত মূল লক্ষ্যসমূহ দেখানো হলো-

সারণি-২: ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাত সম্পর্কিত মূল লক্ষ ্যসমূহ

লক্ষ্য	ভিত্তিবছর	ভিশন ২০২১	৬ষ্ঠপঞ্চবার্ষিকীতে ২০১৫ অগ্রগতি	৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২০
শিশুমৃত্যুহার (৫ বছরেরনিম্নে), প্রতি ১ হাজারে	৬২		৪৬	৪৭
মাতৃমৃত্যুহার	১৯৪		১৭০	১০৫
মোটপ্রজননহার	২.৭	১.৮	২.১১	২.০
দক্ষ জন্মদান সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব	২৪		৪২.১	৬৫
টীকা দানের হার (হাম, ১২ মাসের নিম্নে)	৮৭		৮৪	১০০

সূত্র: ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পরিকল্পনা কমিশন।

সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হল স্বাস্থ্য। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ বেশিরভাগ স্বল্প আয়ের দেশের তুলনায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নির্দেশক গুলোর ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুমৃত্যুর

হার হ্রাস, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির বিস্তার, মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নিম্নমুখী মৃত্যু প্রবণতা, মানুষের গড় আয়ুবৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭-এ আনয়ন, অপুষ্টি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ভিটামিন-এ ও ফলিক এসিডবিতরণ - এ সবই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সফলতার চিত্র এবং সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলাফল। ২০১০ সালে MDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতির জন্য এবং শিশুমৃত্যু হার কমানোর জন্য বাংলাদেশ জাতি সংঘ পুরস্কার লাভ করে। বাংলাদেশে নবজাতক শিশুমৃত্যু হার দ্রুত কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এই হার বর্তমানে প্রতি হাজারে ১৫, যা পূর্বে ছিল প্রতি হাজারে ৫৪ (৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী)। বর্তমানে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে যার পেছনে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।